International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-XI, Issue-I, January 2025, Page No.49-56
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i1.006

অর্থ, বোধসামর্থ্য ও ভাষার ব্যবহাররীতি সম্পর্কে ভিটগেনস্টাইনের অভিমত: একটি পর্যালোচনা

সুকান্ত মন্ডল
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, মানকর কলেজ, মানকর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

Received: 20.01.2025; Accepted: 30.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In this paper, I have tried to explain the views of Wittgenstein about the theory of meaning i.e meaning, understanding and use of language. He was a great linguistic philosopher. As a linguistic philosopher, he thinks that, the main cause of arising the philosophical problems is misunderstanding of language. We know that, the entire philosophy of Wittgenstein is divided into two phases: Early Wittgenstein and Later Wittgenstein. In these two phases, he believed that a proper understanding of language was necessary to solve the philosophical problems. According to him, to understand the language properly, it is necessary to determine the meaning of the various units of the language such as proposition, name, word etc. For this reason, Wittgenstein has discussed the logical analysis of language, understanding and use of language to determine the meaning of sentence, name, word etc. In this connection, I have tried to critically examine how much effective the use of language, understanding and logical analysis of language to solve the problem of theory of meaning.

Keywords: Early Wittgenstein, Later Wittgenstein, Meaning, Fact, Grammar, Theory of Picture, Language game, Form of Life, Use, Understanding.

ভিটগেনস্টাইন হলেন বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শনের একজন উল্লেখ্যযোগ্য বিশ্লেষণী তথা ভাষা দার্শনিক। প্রসঙ্গত পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিক সমস্যাগুলির নানাভাবে সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকগণ, যেমন- রাসেল, ফ্রেগে, অস্টিন, ভিটগেনস্টাইন প্রমুখরা ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দার্শনিক সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করেন। তাঁরা মনে করেন যে দার্শনিকগণ সাধারণত যে সকল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন সেগুলি হল জগৎ (The world) জ্ঞান (Knowledge) এবং চিন্তা (Thought)। আর এই তিনটি বিষয়কে আমরা ভাষার সাহায্যেই প্রকাশ করি, এই জন্যই

বিশ্লেষণী দার্শনিকগণ মনে করেন যে জগত, জগত সম্পর্কিত জ্ঞান এবং জগৎ সম্পর্কিত চিন্তা বিষয়ক দার্শনিক সমস্যাগুলোর সমাধান সূত্র একমাত্র ভাষার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। ভিটগেনস্টাইনও একজন ভাষা দার্শনিক হিসেবে মনে করেন যে ভাষার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দার্শনিক সমস্যাগুলির সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাঁর মতে জগতের স্বরূপকে, জগৎ সম্পর্কিত চিন্তাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে ভাষা স্বরূপকে জানা প্রয়োজন। কেননা ভাষা ও জগৎ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধিত।

যাইহোক আমরা জানি যে ভিটগেনস্টাইনের সমগ্র দর্শন দুটি পর্বে বিভক্ত— ১) আদিপর্বের ভিটগেনস্টাইন (Early Wittgenstein) এবং ২) উত্তরপর্বের ভিটগেনস্টাইন (Later Wittgenstein)। *Tractatus-Logico-Philosophicus* গ্রন্থের রচনাকার রূপে ভিটগেনস্টাইনকে বলা হয় 'আদিপর্বের ভিটগেনস্টাইন' এবং অন্যদিকে প্রধানত *Philosophical Investigations* গ্রন্থের রচনাকার রূপে ভিটগেনস্টাইনকে বলা হয় 'উত্তরপর্বের ভিটগেনস্টাইন'[1]। এই দুটি পর্বেই তিনি মনে করেন উদ্ভাবিত দার্শনিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য ভাষাকে সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন। তাঁর মতে ভাষাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন এককগুলি যেমন- বচন (proposition), নাম (name), শব্দ (word) ইত্যাদির অর্থ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ভিটগেনস্টাইন তাঁর সমগ্র দর্শন জুড়ে ভাষা তথা ভাষার অন্তর্গত এককগুলি বচন, নাম বা শব্দ ইত্যাদির অর্থ নির্ধারণের মাধ্যমে দার্শনিক সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

অর্থ: আমরা জানি যে *Tractatus* গ্রন্থে ভিটগেনস্টাইন যে অর্থতত্ত্বের কথা বলেছেন তা প্রধানত চিত্রতত্ত্ব। চিত্রতত্ত্ব অনুসারে বচন হল ব্যাপারের (fact) প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব। একটি বচন তখনই অর্থপূর্ণ হবে যখন বচনটি জগতের কোন ব্যাপারকে চিত্রায়িত বা উপস্থাপিত করতে পারবে। যদি বচনটি সঠিকভাবে জগতের ব্যাপারকে উপস্থাপিত করতে পারে তাহলে বচনটি সত্য হবে, অন্যথায় বচনটি মিথ্যা হবে। সুতরাং ব্যাপারকে উপস্থাপিত করাই এক্ষেত্রে বচনত্বের নির্ণায়ক— এটাই হল ট্র্যাক্টেটাসীয় অর্থতত্ত্বের মূল বক্তব্য। কিন্তু ভিটগেনস্টাইনের কোন কোন ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে, *Tractatus* গ্রন্থে ভিটগেনস্টাইন তিন ধরনের অর্থতত্ত্বের কথা বলেছেন— ১) নির্দেশাত্মক অর্থতত্ত্ব (Denotative theory of meaning) ২) সত্যতা-শর্তাত্মক তত্ত্ব (Truth-Conditional theory of meaning) ও ৩) চিত্রতত্ত্ব (Picture theory of meaning)। তাঁদের মতে নামের অর্থ নির্ধারণ প্রসঙ্গে ভিটগেনস্টাইন যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হল আসলে নির্দেশাত্মক অর্থতত্ত্ব। কারণ, ভিটগেনস্টাইন বলেছেন একটি নামের অর্থ নির্ধারিত হয় একটি বস্তুকে নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে। ভিটগেনস্টাইনের ভাষায়:- "A name means an object. The object is its meaning।"[2] একটি নাম যে বস্তুটিকে নির্দেশ করে, সেই বস্তুটি হল ঐ নামের অর্থ। আবার যৌগিক বচনের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে *Tractatus* গ্রন্থে ভিটগেনস্টাইনের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যকে অনেকেই সত্যতা-শর্তাত্মক তত্ত্ব বলেছেন। ভিটগেনস্টাইন যৌগিক বচনের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন— "A proposition is truth

[১] এই পর্ব শুরু হয়েছে *Philosophical Remarks* দিয়ে এবং *On Certainty* শেষ হয়েছে।

[২] Ludwig Wittgenstein. *Tractatus-Logico-Philosophicus* (Trans. by Pears & McGuinnes). London: Kegan paul, 1922, 3.203.

functional of elementary proposition।"[3] এখানে 'a proposition' বলতে যৌগিক বচনকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ একটি যৌগিক বচন হল মৌলিক বচনের সত্যাপেক্ষক। মৌলিক বচনগুলি সত্যাপেক্ষক যোজকের দ্বারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি যৌগিক বচন গঠন করে। তাই একটি যৌগিক বচনের অর্থ নির্ধারিত হয় মৌলিক বচনগুলির অর্থের ওপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ যৌগিক বচন মৌলিক বচনের সত্যাপেক্ষক হওয়ায় যৌগিক বচনের অর্থ সম্পর্কিত তত্ত্বটি সত্যতা-শর্তাত্মক তত্ত্বই হল। আবার অন্যদিকে মৌলিক বচনের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে ভিটগেনস্টাইনের যে মতবাদ তা হল অর্থপ্রসঙ্গে চিত্ততত্ত্ব। ভিটগেনস্টাইনের মতে একটি মৌলিক বচন জগতের আণবিক ব্যাপারকে উপস্থাপিত বা চিত্রায়িত করার মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়। যদি একটি মৌলিক বচন (elementary proposition) জগতের আণবিক ব্যাপারকে (atomic fact) উপস্থাপিত করতে পারে তাহলে বচনটি সত্য হবে, অন্যথায় বচনটি মিথ্যা হবে। অর্থাৎ আণবিক ব্যাপারকে চিত্রায়িত করার মাধ্যমে মৌলিক বচনের অর্থ নির্ধারিত হয়।

ভিটগেনস্টাইনের কোন কোন ব্যাখ্যাকার *Tractatus* গ্রন্থে তিন ধরনের অর্থতত্ত্বের কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু যদি *Tractatus* গ্রন্থে ভিটগেনস্টাইনের অর্থ সম্পর্কিত মতবাদ ভালোভাবে পর্যালোচনা করা হয়; তাহলে দেখা যাবে যে ঐ গ্রন্থে প্রধানত একটি অর্থতত্ত্বেরই কথা বলা হয়েছে, তা হল অর্থপ্রসঙ্গে চিত্রতত্ত্ব। কারণ ভিটগেনস্টাইনের মতে ভাষার অর্থপূর্ণ মৌলিকতম এককটি হল মৌলিক বচন। তাঁর মতে একটি মৌলিক বচনের অর্থ নির্ধারিত হলে পরেই নাম (name) ও যৌগিক বচনের (molecular proposition) অর্থ নির্ধারিত হবে। ভিটগেনস্টাইনের মতে একটি নামের অর্থ নির্ধারিত হয় মৌলিক বচনের পরিপ্রেক্ষিতেই। কেননা, তাঁর মতে একটি নাম কোন বস্তুকে নির্দেশ করবে তা নির্ভর করে ঐ নামটি একটি মৌলিক বচনে কিভাবে অবস্থান করছে তার ওপর। তাই কোন নামকে অর্থপূর্ণ হতে হলে ঐ নামটি যে বচনে অবস্থান করে সেই বচনটিকে অর্থপূর্ণ হতে হবে। অন্যভাবে বললে একটি নামের অর্থ নির্ধারণ করার পূর্বে মৌলিক বচনের অর্থ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আমরা *Tractatus* গ্রন্থের দুটি বচনের উল্লেখ করতে পারি—

> "In a proposition a name is the representative of an object." "Only proposition have sense only in the Nexus of a proposition does a name have meaning."[4]

আবার অন্যদিকে দেখা যায় যে, যৌগিক বচনের অর্থ নির্ধারণের জন্য মৌলিক বচনের অর্থের উপর নির্ভর করতে হয়। মৌলিক বচনের অর্থের ওপর ভিত্তি করে যৌগিক বচনের অর্থ নির্ধারিত হয়। সুতরাং এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে নাম, যৌগিক বচন ইত্যাদির অর্থ নির্ণয় করার পূর্বে মৌলিক বচনের অর্থ নির্ণয় করা প্রয়োজন। তাই *Tractatus* গ্রন্থে অর্থতত্ত্ব বিষয়ে ভিটগেনস্টাইনের কাছে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কিভাবে মৌলিক বচনগুলি অর্থপূর্ণ হয় তা আলোচনা করা। অন্যভাবে বললে *Tractatus* গ্রন্থে অর্থসংক্রান্ত আলোচনার মূল আলোচ্য বিষয় হল মৌলিক বচনের অর্থ নির্ধারণ। আর ভিটগেনস্টাইন বলেছেন

---

[৩] তদেব, 5.

[৪] Ludwig Wittgenstein. *Tractatus-Logico-Philosophicus* (Trans. by Pears & McGuinnes). London: Kegan paul, 1922, 3.22, 3.3

যে একটি মৌলিক বচন জগতের আণবিক ব্যাপারকে চিত্রায়িত করার মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে *Tractatus* গ্রন্থের অর্থসংক্রান্ত আলোচনা বিষয়ে নানা অর্থতত্ত্বের কথা বলা হলেও চিত্রতত্ত্বই হল প্রধান অর্থতত্ত্ব।

Tractatus গ্রন্থ রচনার পরবর্তীকালে ভিটগেনস্টাইন মনে করেন যে *Tractatus* গ্রন্থে তিনি যে অর্থতত্ত্বের কথা বলেছেন তা পুরোপুরিভাবে যথার্থ নয়। *Tractatus* গ্রন্থে তিনি যে অর্থতত্ত্বের কথা বলেছেন তা আসলে অগাষ্টনীয় অর্থতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। অগাস্টনীয় অর্থতত্ত্বের মূল বক্তব্য হল— বচনের কাজ হল জগতকে বর্ণনা করা এবং নামের কাজ হল বস্তুকে নির্দেশ করা। কিন্তু ভিটগেনস্টাইন *Investigations* গ্রন্থ রচনার সময় এইরূপ অর্থতত্ত্বকে বর্জন করেন। তিনি এইসময় মনে করেন ভাষার বহুবিধ কাজ আছে, সেই বহুবিধ কাজের মধ্যে অন্যতম একটা কাজ হল জগতকে বর্ণনা করা অথবা জগতের বস্তুকে নির্দেশ করা। কিন্তু এছাড়াও ভাষার আরও নানাবিধ কাজ আছে, যেমন- আদেশ করা, অনুরোধ করা, প্রশ্ন করা ইত্যাদি— এইসবের মাধ্যমে আমরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। এইজন্য ভিটগেনস্টাইন *Investigations* গ্রন্থে পূর্ববর্তী অর্থত্ত্বের (চিত্রতত্ত্বের) পরিবর্তে একটি নতুন অর্থতত্ত্বের উদ্ভাবন করেন, যেখানে বলা হয় যে নাম (name), শব্দ (word), বাক্য (sentence) কোন কিছুকে নির্দেশ অথবা নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ হয় না, বরং তারা ভাষায় কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে তাদের অর্থ নির্ধারিত হয়। ভিটগেনস্টাইন বলেন আমরা অনেক সময় আমাদের ভাষার মধ্যে এমন কিছু বাক্য ব্যবহার করে থাকি, যা নির্দিষ্টভাবে জগতের কোনো ঘটনা বা ব্যাপারকে বর্ণনা করে না; অথচ সেই বাক্যটির দ্বারা দৈনন্দিন জীবনের লোকযাত্রা নির্বাহ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কাউকে বলা হয় 'মোটামুটিভাবে তুমি এই জায়গায় দাঁড়াও'[5] তাহলে উক্ত বচনটির দ্বারা জগতের কোনো ঘটনাকে নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় না। অথচ বচনটির দ্বারা বক্তা কি বলতে চাইছে শ্রোতা তা অনুধাবন করতে পারে। অর্থাৎ লোকযাত্রা নির্বাহ হয়। আবার নামের অর্থ প্রসঙ্গে একইভাবে বলা যায় যে একটি নাম বা শব্দ কোনো বস্তুকে নির্দেশ না করেও অর্থপূর্ণ হতে পারে। যেমন- যদি কাউকে বলা হয় "পাঁচটি লাল আপেল আন" তাহলে সে দোকানে গিয়ে 'আপেল'-এর অর্থস্বরূপ আপেল বস্তুটিকে বুঝে এবং 'লাল' শব্দের নির্দেশক রংটিকে রঙের তালিকার সাথে মিলিয়ে লাল আপেল ক্রয় করবে। কিন্তু 'পাঁচ' শব্দটির অর্থ কি হবে(?)— তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। 'পাঁচ' শব্দটি আপেলের মত কোন বস্তু নির্দেশ না করায় 'পাঁচ' শব্দটিকে অর্থহীন বলতে হয়। অথচ 'পাঁচ' শব্দটি অর্থহীন নয়। কারণ 'পাঁচ' শব্দটি শুনে দোকানদার এক এক করে পাঁচ অবধি গুণে পাঁচটি আপেল ক্রেতাকে দেয়। অর্থাৎ 'পাঁচ' শব্দটি শুনে সে বুঝতে পারে তাকে কি করতে হবে। এইভাবে 'পাঁচ' শব্দটি অর্থপূর্ণ হয়।[6] এইজন্যই ভিটগেনস্টাইন বলেন— "The meaning of a word is what is explained by the explanation of the meaning. I.e.: if you want to understand the use of the word 'meaning' look

---

[৫] Ludwig Wittgenstein. *Philosophical Investigations* (Trans. By Anscombe & Von Wright). Oxford: Blackwell Ltd., 1953, § 88.

[৬] "But what is the meaning of the word 'five'?- No such thing was in question here, only how the 'five' is used."

Ludwig Wittgenstein. *Philosophical Investigations* (Trans. By Anscombe & Von Wright). *op. cit,* § 1.

for what are called 'explanations of meaning'"।[7] অর্থাৎ "অর্থ কি? এই প্রশ্ন না তুলে এই অর্থের ব্যাখ্যা কি?— সেই প্রশ্ন তোলা উচিত।"

বোধসামর্থ্য, ব্যবহাররীতি: ভিটগেনস্টাইন 'বোধসামর্থ্য' (understanding) বলতে ভাষাগত অভিব্যক্তি তথা শব্দকে বোঝা বা অনুধাবন করার ক্ষমতাকে (ability) বুঝিয়েছেন। তবে এই 'বোঝার সক্ষমতা' কোনো মানসিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া নয়, বরং এহল কোনো একটি উচ্চারিত বাক্য অথবা শব্দের প্রতি এক শ্রোতার দ্বারা প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা।[8] ভিটগেনস্টাইনের মতে কোনো একটি ভাষাগত অভিব্যক্তিকে বোঝার সক্ষমতা তিনভাবে প্রকাশিত হয়— ১) কিভাবে একজন একটি শব্দ ব্যবহার করে। ২) কিভাবে একজন অন্যের দ্বারা একটি শব্দ ব্যবহারে সাড়া দেয়। ৩) যখন একজনকে একটি শব্দের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করা হয় তখন সে তা ব্যাখ্যা করে।[9] সুতারাং বলা যায় যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে বিভিন্ন বাক-ক্রিয়ায় (speech act) অংশগ্রহণ করি, সেখানে শব্দ ব্যবহার করার কৌশলগুলি আয়ত্ত করাই হল বোধসামর্থ্য। এইজন্যই ভিটগেনস্টাইন কেমব্রিজ মরাল সায়েন্স ক্লাবে বলেন— "don't ask for the meaning, ask for the use।" অর্থাৎ অর্থকে খোঁজ না, ব্যবহারকে খোঁজ। ভিটগেনস্টাইন এখানে 'ব্যবহারকে খোঁজ' বলতে কেবলমাত্র ভাষাগত ব্যবহার তথা ভাষাগত ক্রিয়াকে বোঝাননি, অ-ভাষাগত ব্যবহার বা অ-ভাষাগত ক্রিয়াকেও বুঝিয়েছেন। কেননা 'বল', 'পাঁচ', 'আমি সাঁতার জানি' এবং 'রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি রচয়িতা' ইত্যাদি বিষয়গুলি যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো পরিস্থিতিতে উচ্চারিত হলে প্রসঙ্গ অনুসারে যেরকম ব্যবহার হওয়া কাঙ্ক্ষিত, সেইরূপ ব্যবহার করতে পারলে বলা যাবে ঐ বিষয়গুলি অর্থপূর্ণ। তাই শব্দ উচ্চারণ করা ও তার অর্থ বোঝা— এসবই ব্যক্তির ভাষাগত ক্রিয়া এবং সামাজিক ও শারীরিক ব্যবহারের (যা অ-ভাষাগত ক্রিয়া) সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে 'বল' শব্দের অর্থ বুঝেছে তখনই বলা যাবে যখন সে 'বল' শব্দটি শ্রবণ করার (ভাষাগত ক্রিয়া) পর, ১) তাকে যখন বল আনতে বলা হবে তখন সে বলটি আনতে পারবে, ২) বলের ছবি আঁকতে বললে তা পারবে, ৩) অনেক বস্তুর সঙ্গে বলটিকে রেখে কোনটি তা জিজ্ঞাসা করলে বলটিকে সে চিহ্নিত করতে পারবে— এই সমস্ত অ-ভাষাগত ক্রিয়াগুলি ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করতে পারে। এই কারণেই ভিটগেনস্টাইন ভাষাকে খেলার সাথে তুলনা করে বহুবিধ ভাষা-খেলার (Language game) কথা বলেছেন। খেলার মধ্যে যেমন বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তেমনি ভাষার ব্যবহারের মধ্যেও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ভিটগেনস্টাইনের মতে 'ভাষা-খেলা' শব্দটি নির্দেশ করে যে, 'ভাষা সম্পর্কে বলা' হল আসলে তা এক ধরনের ক্রিয়া (Activity) বা জীবন-যাপনের বিন্যাসের (Form of Life) অংশ।[10] তাঁর মতে 'কোন কিছু বলা' হল আসলে নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া (Rule guided activity)। ভাষাকে বুঝতে হলে নিয়মগুলিকে প্রয়োগ করার কৌশলকে জানতে হবে। এইজন্যই ভিটগেনস্টাইন ভাষা, অর্থ ও নিয়মের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। এখানে 'নিয়ম' বলতে ভিটগেনস্টাইন 'ব্যাকরণগত

---

[৭] তদেব, § 560.

[৮] Hans-Johann Glock. *A Wittgenstein Dictionary*. Oxford: Blackwell Publishers, 1996, p. 373.

[৯] তদেব, পৃ. ৩৭৩.

[১০] Ludwig Wittgenstein. *Philosophical Investigations* (Trans. By Anscombe & Von Wright). *op. cit*, § 23.

নিয়মকে' (Grammatical rules) বুঝিয়েছেন। ব্যাকরণগত নিয়ম হল একটি ভাষাগত অভিব্যক্তির যথার্থ বা সঠিক ব্যবহারের মানদন্ড— যার ভিত্তিতে ঐ অভিব্যক্তিটির অর্থ নির্ধারিত হয়।[11] তাই ভিটগেনস্টাইন বলেন একটি শব্দের অর্থ প্রদান করার অর্থ হল ঐ শব্দটির ব্যাকরণকে নির্দেশ করা বা নির্দিষ্ট করা। একটি বচনের অর্থ নির্ধারিত হয় ব্যাকরণ তন্ত্রের মধ্য দিয়ে। তবে ভিটগেনস্টাইনের মতে ভাষা-খেলা নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া হলেও অ-ভাষাগত ক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কোন ভাষাকে বুঝতে হলে অ-ভাষাগত ক্রিয়ার প্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। কেননা ভাষাগত ক্রিয়াকে বোঝার জন্য অ-ভাষাগত ক্রিয়ার প্রসঙ্গ আবশ্যিক। ভাষাগত ক্রিয়া (Linguistic activity) এবং অ-ভাষাগত ক্রিয়া (Non-linguistic activity) সমন্বয়ই হল ভাষা-খেলা।

জীবন-যাপনের বিন্যাস: ভিটগেনস্টাইনের মতে কোন ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করার অর্থই হল জীবন-যাপনের বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তা করা। কেননা একটি ভাষাকে বোঝার জন্য ভাষাটি যে সমাজে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সমাজের রীতি-নীতিকে বোঝা প্রয়োজন। ভিটগেনস্টাইনের মতে 'জীবন-যাপনের বিন্যাস' (form of life) হল একটি সাংস্কৃতিক বা সামাজিক সংগঠন (Social formation)— যেখানে সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ সংঘটিত হয় এবং একই সঙ্গে ভাষা-খেলাগুলিও সংগঠিত হয়। এই জীবন-যাপনের বিন্যাসের মধ্যেই আমাদের দৈনন্দিন ঘটনাগুলো ঘটে যেমন- আদেশ করা, কিছু বর্ণনা করা, শাস্তি দেওয়া, অনুরোধ করা ইত্যাদি। আমাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাগুলি হল আমাদের আচরণের বিশেষ বিশেষ ধরণ, যেগুলি একসাথে মিলিতভাবে জীবন-যাপনের বিন্যাস গঠন করে। ভিটগেনস্টাইনের মতে এই জীবন-যাপনের বিন্যাস হল আমাদের ভাষার ভিত্তি স্বরূপ। অন্যভাবে বললে জীবন-যাপনের বিন্যাস ভাষার ভিত্তি প্রদান করে। ভিটগেনস্টাইনের মতে মানব প্রকৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে জীবন-যাপনের বিন্যাস নির্ধারণ করে আমরা কিভাবে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া করব। আদেশ করা, প্রশ্ন করা, গণনা করা, খেলাধুলা— এই সমস্ত কিছুই কিভাবে সংঘটিত হবে তা নির্ধারিত হয় জীবন-যাপনের বিন্যাসের দ্বারা। যখন কোন ব্যক্তি কোন শব্দ ব্যবহার করে কোন বিষয় সম্পর্কে কিছু বলে তখন তা জীবন-যাপনের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে বিচার করা হয়। যদি ঐ ব্যক্তির ব্যবহৃত শব্দটি ঐ নির্দিষ্ট জীবন-যাপনের বিন্যাসের অর্থাৎ যে সমাজে শব্দটি ওই ব্যক্তি ব্যবহার করছে সেই সমাজের আচার-আচরণ, রীতি-নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় তবেই শব্দটির অর্থপূর্ণ হবে, অন্যথায় হবে না। এই জন্যই ভিটগেনস্টাইন *Investigations* গ্রন্থে বলেছেন— "যদি একজন সিংহ কথা বলতে পারতো, তাহলে আমরা তার কথা বুঝতাম না।"[12] এই প্রসঙ্গে পিচার বলেন যদি সিংহটি ব্যাকরণসম্মত বাক্য উচ্চারণ করতো, তাহলেও আমরা সিংহের ভাষা বুঝতাম না অর্থাৎ তার কথার অর্থ আমাদের কখনোই বোধগম্য হত না। কারণ, সিংহের শারীরিক ব্যবহার ও জীবনযাপনের বিন্যাস আমাদের শারীরিক ও জীবনযাপনের বিন্যাস থেকে অনেকটাই ভিন্ন। সুতরাং ভাষা ব্যবহাররীতির সাথে সামাজিক ব্যবহার ও জীবনযাপনের বিন্যাস ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত, যা উপেক্ষিত হলে বিভ্রান্তির শিকার

---

[১১] Hans-Johann Glock. *A Wittgenstein Dictionary*. Oxford: Blackwell Publishers, 1996, p. 150.

[১২] Hans-Johann Glock. *A Wittgenstein Dictionary*. Oxford: Blackwell Publishers, 1996, p. 128.

হতে হয়। তাই ভিটগেনস্টাইন বলেন— "দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব তখনই যখন ভাষা আর যথাযথ কাজ করে না।"[13]

উপসংহার: এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ভিটগেনস্টাইন দুটি পর্বে ভাষাসংক্রান্ত সমস্যা তথা অর্থসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করার প্রয়াস ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করেছিলেন। প্রথম পর্বে তিনি বলেন একটি অর্থপূর্ণ বাক্য বা বচন হবে জগতের ব্যাপার বা ঘটনার চিত্র এবং একটি অর্থপূর্ণ নাম বা শব্দ হবে বস্তুনির্দেশক। এই সময় তিনি মনে করতেন যে জগতের ব্যাপারের (fact) বর্ণনাই হল বচনের তাৎপর্য (sense), ব্যাপারের বা ঘটনার চিত্র (picture) হতে পারাটাই হল বাক্য বা বচনের অর্থপূর্ণতার মানদন্ড। এক কথায় বলা যায় যে, অর্থপূর্ণ বচনের সারধর্ম (essence) হল হল ব্যাপারের বর্ণনা করা। একইভাবে বলা যায় যে নামের সারধর্ম হল বস্তু (object)। কেননা, একটি বস্তুকে নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে নাম অর্থপূর্ণ হয়। সুতরাং প্রথম পর্বে তিনি ভাষার বিশ্লেষণ করে ভাষার সারধর্ম অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্থসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে উপলব্ধি করেন যে, দৈনন্দিন ভাষা-ব্যবহার ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ভাষার সারধর্ম অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভাষাসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা অর্থহীন। কেননা ভাষার চূড়ান্ত সারধর্ম বলে কিছু নেই, একটি ভাষার অর্থ স্থান-কাল-পাত্র ও প্রসঙ্গ ভেদে পরিবর্তনশীল। তাই তিনি তাঁর পরবর্তী পর্বে *Investigations* গ্রন্থে অর্থসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য অন্য একটি তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন; যেখানে তিনি বোধসামর্থ্য, ব্যবহাররীতিকে ভাষার অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রধান বলেছেন। তাঁর মতে যে কোন শব্দের বা বাক্যের অর্থ হল ভাষায় সেই শব্দের বা বাক্যের ব্যবহারের (use) রীতিটি। তিনি বলেন কোনো শব্দের বা বাক্যের অর্থ বস্তুকে নির্দেশ করার অথবা পরিস্থিতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে নয়, বরং ভাষায় তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ একটি বাক্য বা শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় ঐ শব্দ বা বাক্যটি যে সমাজে ব্যবহৃত সেই সমাজের রীতি-নীতি, জীবন ধারণের। অন্যভাবে বললে একটি ভাষা কোন সমাজে, কোন প্রসঙ্গে, পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাটির অর্থ নির্ধারিত হয়। সুতারাং *Investigations* গ্রন্থে ভিটগেনস্টাইন ভাষার ব্যবহাররীতি তত্ত্বের দ্বারা অর্থসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল ভাষার ব্যবহাররীতি তত্ত্ব কি সমস্ত বাক্যের অর্থ নির্ধারণ করতে পারে? অন্যভাবে বললে অর্থসংক্রান্ত সমস্যা কি আদৌ সমাধান হয়েছে? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, ভাষার বিশ্লেষণ, বোধসামর্থ্য, ভাষা-ব্যবহার রীতি প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়তো পুরোপুরিভাবে হয়নি ঠিকই, কিন্তু ভিটগেনস্টাইন যেভাবে ভাষার বিশ্লেষণ, ভাষা-বব্যহারের রীতিটি শেখালেন; তার ফলে তাঁর পরবর্তী দার্শনিকদের দর্শনচর্চার পথ অনেকটাই সুগম হয়েছে তা বলা যায়।

---

[১৩] Ludwig Wittgenstein. *Philosophical Investigations* (Trans. By Anscombe & Von Wright). *op. cit*, p. 38.

গ্রন্থপঞ্জি:

1) Anscombe, G. E. M. *An Introduction to Wittgenstein's Tractatus* (2nd ed.). New York: Harper & Row Publishers, 1965.
2) Black, Max. *A Companion to Wittgenstein's Tractatus.* Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
3) Grayling, A. C. *Wittgenstein: A Very Short Introduction.* New York: Oxford University Press, 1988.
4) Glock, Hans-Johann. *A Wittgenstein Dictionary.* Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
5) Hacker, P. M. S. *Insight and Illusion* (Revised edition). Oxford: Cleardon Press, 1986.
6) Kenny, Anthony. *Wittgenstein.* London: Penguin Press, 1973.
7) Martinich, A. P. (ed.), *The Philosophy of Language.* New York: Oxford University Press, 1985.
8) McGinn, Marie. *Elucidating the Tractatus.* New York: Oxford University Press, 2006.
9) Pitcher, George. *The philosophy of Wittgenstein.* New Delhi: Prentice-Hall of India Pvt. Ltd., 1972.
10) Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations.* (Trans. by G. E. M. Anscombe & G. H. Von Wright) Oxford: Blackwell Ltd., 1953.
11) Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus-Logico-Philosophicus.* (Trans. by Ogden) London: Kegan Paul, 1922.
12) Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus-Logico-Philosophicus.* (Trans. by Pears & McGuinnes) London: Kegan Paul, 1961.
13) সরকার, প্রহ্লাদ কুমার, (সম্পাদিত.(*ভিটগেনস্টাইনের দর্শন.* কলকাতা: দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, ১৯৯০.
14) সরকার, তুষার কান্তি, মৈত্র, শেফালী, এবং সান্যাল, ইন্দ্রাণী, (সম্পাদিত.(*হ্বিটগেনস্টাইন: জগত, ভাষা ও চিন্তন.* কলকাতা: এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮.
15) সরকার, প্রিয়ম্বদা. *উত্তর-পর্বের ভিটগেনস্টাইন.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৭.